

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সময়ের গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Sumaiya Khatun

রোলঃ 227020388

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সময়ের গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Sumaiya Khatun

রোলঃ 227020388

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ সময়ের গুরুত্ব ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Sumaiya Khatun, আইডিঃ 227020388 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

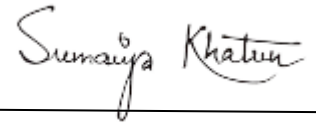
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সময়ের গুরুত্ব ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

Sumaiya Khatun

আইডিঃ 227020388

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

1.	ভূমিকা	2
2.	সময়ের বৈশিষ্ট্য.....	2
3.	‘সময়’- গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নেয়ামত.....	3
4.	কুরআনের আলোকে সময়ের গুরুত্ব.....	4
5.	হাদীসের আলোকে সময়ের গুরুত্ব.....	5
6.	সময়ের মূল্যায়ন.....	7
7.	সময়ের অবমূল্যায়ন.....	8
8.	সময় অপচয় মানে নিজের প্রতি জুলুম.....	10
9.	অতীতের সময় কখনও ফিরে আসে না.....	11
10.	দুনিয়াবি কাজে সময় ব্যয়.....	12
11.	দুনিয়াবি কর্মসমূহ ইবাদতে পরিণত হয় যেভাবে..	13
12.	সময়কে সঠিক পদ্ধতিতে কাজে লাগানো.....	16
13.	সময়ের বারাকাহ লাভের উপায়.....	18
14.	যৌবন ও বার্ধক্য.....	20
15.	যুগের বিশিষ্ট উলামাদের কাছে সময়ের মূল্য...	23
16.	সময় সম্পর্কে বিশিষ্ট মনীষীদের উক্তি.....	24
17.	সময়ই জীবন.....	25
18.	উপসংহার.....	26
19.	তথ্যসূত্র.....	28

ভূমিকা

‘সময়’ আল্লাহতায়ালায় দেওয়া অসংখ্য নেয়ামত সমূহের মধ্যে অন্যতম। মানুষের জীবনের অমূল্য সম্পদ হল এই সময়। এর যথার্থ ব্যবহারের মধ্যে সাফল্য নিহিত রয়েছে। সময়ের অপব্যবহারের অর্থ হলো নিজের ওপর জুলুম করা। এই পৃথিবীতে মুমিনের পুঁজি সামান্য কিছু সময়। তাই কোন মুমিনের জন্য অনর্থক সময় নষ্ট করা এবং সময়ের অপব্যবহার করা শোভনীয় নয়। সময়ের সঠিক মূল্যায়ন কিভাবে করব তা জানার জন্য আমাদের অতীতের সালফে সালেহীনদের কাছে সময়ের গুরুত্ব কিরূপ ছিল সেসব বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন

করা উচিত। আমাদের সালাফদের কাছে সময়ের মর্যাদা এতটাই উন্নত ছিল যে এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট হবে এমনটা তাদের চিন্তারও বাইরে ছিল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ) হযরত হাসান বসরীর (রঃ) একটি বাণী উল্লেখ করেন, হযরত হাসান বসরী বলেন, 'আমি এমন লোকদের পেয়েছি এবং সংশ্রবে থেকেছি যাঁরা স্থায়ী জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সোনা-রূপার চেয়েও বেশী মূল্যবান মনে করতেন। মানুষ যে ভাবে সোনা-রূপাকে বড়ই হিফাযতে রাখে যাতে চুরি বা বিনষ্ট হতে না পারে। এভাবে তাঁরাও জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে বর্ণনাতীতভাবে হিফাযত করতেন যাতে জীবনের একটি মুহূর্তও কোন অযথা বা অসমীচীন কাজে ব্যয় না হয়। তাঁরা ভাবতেন, সময় আল্লাহর দেয়া একটি বড়ই অমূল্য নেয়ামত। যার নেই কোন নির্দিষ্ট সীমা রেখা। আর কতদিন এ নেয়ামত বিদ্যমান থাকবে তাও জানা নেই। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যয় করতে হবে এই সময়কে'।

আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের অযথা সময়ের অপব্যবহার করা, গাফিলতি করা এবং উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন। তিনি যেন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে উত্তম কাজে ব্যয় করা, আখেরাতের পুঁজি সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করার তৌফিক দান করেন।

সময়ের বৈশিষ্ট্য

সময় কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত সময়ের বৈশিষ্ট্য গুলোকে অনুধাবন করার মাধ্যমে সময়কে সঠিক মূল্যায়ন করা।

- সময় সদা প্রবাহমান। নদীর স্রোতের মতোই তা বয়ে চলে। অতি মূল্যবান সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। সময়ের অনন্ত স্রোত ধারায় জীবন অতি ক্ষুদ্র, তাই এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে সময়ের অপব্যবহার নিতান্তই বিলাসিতা।
- সময় স্থায়ী নয়, এটি একটি অস্থায়ী বিষয়, যে সময় চলে যায় সে সময় আর ফিরে আসে না।
- সময়ের গতি রোধ করা যায় না।

সময় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নেয়ামত

আল্লাহ প্রদত্ত মৌলিক নেয়ামত গুলির মধ্যে অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ হলো সময়। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে এই মৌলিক নেয়ামতের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বোঝাতে গিয়ে বহু আয়াত নাযিল করেছেন।

যেমন আল্লাহ তায়ালা সূরা বনী ইসরাইলের ১২নং আয়াতে বলেন,

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

অর্থ: 'আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টো নিদর্শন। আর রাতের নিদর্শনকে অপসারিত করেছি এবং দিনের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আর আমি সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।'

এ আয়াতে দিনকে ঔজ্জ্বল্যময় করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, দিনের আলোতে মানুষ রুখী অশ্বেষণ করতে পারে ও প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারে। রাতকে আলোকহীন অর্থাৎ, অন্ধকার বানিয়েছেন যাতে মানুষ বিশ্রাম নিতে পারে এবং সারা দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। এ আয়াতে দ্বিতীয় আরেকটি কথা বলা হয়েছে তাহলো, দিবারাত্রির গমনাগমনের দ্বারা সন-বছরের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। এটা মূলতঃ দিন-রাত্রি উভয়টিরই উপকারিতা। যদি রাতের পরে দিন এবং দিনের পরে রাত না এসে সব সময়ই রাত অথবা দিন থাকত, তবে মানুষ আরাম ও স্বস্তি লাভের অথবা কাজকর্ম করার কোন সুযোগ পেত না। অনুরূপ মাস ও বছরের হিসাব করাও সম্ভব হত না।

পৃথিবীর শুরু থেকেই আল্লাহ রব্বুল আলামিন চাঁদ-সূর্য, আকাশ-বাতাস, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছুকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিচালনা করে আসছেন। সূর্য প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে উদিত হয়, আবার নির্দিষ্ট সময়ে অস্ত যায়। যার দ্বারা সময়ের গুরুত্ব খুব সহজেই বোঝা যায়। এ ছাড়া শরিয়তের বিধিবিধানের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইসলামের প্রতিটি ইবাদতের জন্য আল্লাহতায়াল্লা একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সময়ের গুরুত্ব বোঝাতে মহান আল্লাহতায়াল্লা পবিত্র আল কুরআনে সময়ের শপথ করে বলেন, **وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ**

অর্থ: 'সময়ের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।' (সূরা আসর-১-৩)

কুরআনের আলোকে সময়ের গুরুত্ব

আল্লাহতা'আলা সময়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝাতে গিয়ে বহু সংখ্যক আয়াতে সময়ের বিভিন্ন স্তরের শপথ করেছেন। রাত-দিন, পূর্বাহ্ন-অপরাহ্ন, প্রভাত ও গোধূলিকালের শপথ কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় এসেছে। যথা:

. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى .

অর্থ: শপথ রাতের, যখন তা আচ্ছন্ন করে। শপথ দিনের; যখন তা উদ্ভাসিত হয়। (সূরা লাইল: ১-২)

وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ۖ وَالصُّبْحِ إِذَا
أَسْفَرَ ۖ

অর্থ: শপথ রাতের, যখন তার অবসান হয়। শপথ দিনের যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয়। (সূরা মুদাছছির ৩৩-৩৪)

. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ، وَاللَّيْلِ وَسَقَى

অর্থ: আমি শপথ করি অস্তরাগের ও রাতের এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে তার। (সূরা ইনশিকাক: ১৬-১৭)

. وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

অর্থ: শপথ উষার। শপথ দশ রাতের। (সূরা ফাজর: ১,২)

. وَالضُّحَى ، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى

অর্থ: শপথ পূর্বাহ্নের। শপথ রাতের, যখন তা হয় নিরুন্ম। (সূরা দুহা: ১- ২)

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

অর্থ: মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আসর: ১-২)

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের অনেক স্থানে তার বহু সৃষ্টিকে নিয়ে কসম করেছেন, এতে এগুলোর মর্যাদা অনেক বেড়ে গেছে। তেমনি সময় নিয়ে কসম করায় এটি প্রত্যেক মানুষের জন্য কতগুণ গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই অনুমেয়।

হাদীসের আলোকে সময়ের গুরুত্ব

রাসুল (সা.) কী পরিমাণ সময়ের মূল্য দিতেন, তা তার ইবাদত ও আমল থেকে বোঝা যায়। তিনি প্রতিদিন সকালে দোয়া করতেন, ‘হে আল্লাহ! আজ দিনের প্রথম অংশকে আমার জন্য

উপকারী বানিয়ে দিন, তার মধ্যাংশকে সাফল্যমণ্ডিত করুন এবং শেষাংশকে শুভ করুন।’
অসংখ্য হাদিসে সময়ের মূল্য ও জীবনের গুরুত্ব প্রদানের তাগিদ রয়েছে।

প্রসিদ্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: কোন এক ব্যক্তিকে
রাসূল স: উপদেশ দেওয়ার সময় বললেন: তুমি পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে পাঁচটি বিষয়কে গুরুত্ব
দাও।

- (১) বার্ধক্য আসার পূর্বে তোমার যৌবনে গুরুত্ব দাও
- (২) অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে গুরুত্ব দাও
- (৩) দারিদ্রতা আসার আগে তোমার সচ্ছলতাকে গুরুত্ব দাও
- (৪) তোমার ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরতার প্রতি গুরুত্বারোপ করো
- (৫) এবং তোমার মৃত্যু আসার আগেই তোমার জীবনের গুরুত্ব দাও। মুসতাদরিক ৭৮৪৬।

এ ছাড়া পরকালে আল্লাহ মানুষের তার জীবনকাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।
আবু বারযাহ আসলামীর রহ. সূত্রে ইমাম তিরমীযি রহ. থেকে বর্ণিত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، وعن جسمه فيما أبلاه.

অর্থ: জীবনকাল কিসে ব্যয় করেছে, ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে, সম্পদ কীভাবে
অর্জন করেছে এবং কোন খাতে ব্যয় করেছে। আর দেহটাকে কোন কাজে কীভাবে ক্ষয়
করেছে। এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়া ছাড়া কেয়ামতের দিন কোনো বান্দা 'এক পা-ও নড়তে'
পারবে না।"

প্রায় একই অর্থের আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন বাযযার ও তাবরানী রহ. الكبير গ্রন্থে মুআয
ইবন জাবাল রা. এর সূত্রে-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع خصال :
عن عمره فيما أفناه ، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعلمه ماذا عمل
به.

অর্থ: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিন চারটি বিষয়ে
প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে কোনো বান্দা এক পা-ও নড়তে পারবে না।

এক. সে কিসে তার জীবন কাটিয়েছে। দুই. যৌবন সে কিসে ক্ষয় করেছে। তিন. সম্পদ কোন পথে অর্জন করেছে এবং কোন খাতে ব্যয় করেছে। চার. ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে।

আরো একটি হাদীসে আমরা দেখি, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘কিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগে আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সরতে পারবে না -

১. তার জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করেছে?
২. তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কী কাজে তা বিনাশ করেছে?
৩. তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে?
৪. তা কী কী খাতে খরচ করেছে?
৫. সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মোতাবেক কী কী আমল করেছে? (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৪১৬)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে উপরিউক্ত হাদিসগুলোর গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করে তার উপর আমল করার তৌফিক দান করুন।

সময়ের মূল্যায়ন

সময়কে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করে জান্নাত লাভের আশা করা যায়। ইসলামের সব কর্মপদ্ধতিতে সময়ের মূল্য অপরিসীম। ইসলামের একটি শিক্ষা এই যে, মুসলমান নিষ্ফল ও অনর্থক কোনো কাজ করতে পারে না। কেননা, তাকে সময়ের মূল্য বলে দেওয়া হয়েছে এবং সময়কে আরো মূল্যবান করার কৌশলও শেখানো হয়েছে। প্রতিটি ঈমানদারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল, সময়ের প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করা এবং একটি মুহূর্তও যেন নষ্ট না হয় সে ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন -

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا

আর যদি আল্লাহ মানুষদেরকে তারা যা অর্জন করেছে তার জন্য পাকড়াও করতেন, তাহলে যমীনের উপর একটি প্রাণীকেও তিনি ছেড়ে দিতেন না। তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে বিলম্বিত করে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের সেই নির্দিষ্ট সময় এসে যায় (তখন

তিনি তাদের পাকড়াও করেন), কেননা আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা ফাতির :45)

সময়ের মাঝেই মানুষ বেঁচে থাকে। যারা জীবনের অমূল্য সময়ের সদ্যবহার করতে পারে, সফলতা তাদের পদ চুম্বন করে। সময়ের সদ্যবহার করে যারা জীবনের মুহূর্তগুলোকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করে, তারা উভয় জাহানে সফল হয়। আল্লাহর পথে সময় উৎসর্গ করার ফজিলত বর্ণনা করে রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহর পথে একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও তার মধ্যবর্তী সব কিছুর চেয়ে উত্তম।’ (বুখারি, হাদিস : ২৭৯২; মুসলিম, হাদিস : ১৮৮০)

সময়ের অবমূল্যায়ন

পরকালে মানুষকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে। মানবজাতির জীবন পরিচালনার আদর্শ গাইডলাইন মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে সময় অপচয় ও অনর্থক কাজে ব্যয় করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। সময়ের এত গুরুত্ব হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই এ ব্যাপারে উদাসীন। বর্তমানে মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় মুভি বা বিভিন্ন মিউজিক চ্যানেল দেখে অবসর সময় কাটাতে ভালোবেসে। এতে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার করা হয়। আরো একটি নিকৃষ্টতম পাপ হলো গীবত, পরনিন্দা। ইসলামী শরিয়ায় গীবত সম্পূর্ণরূপে হারাম। অথচ বর্তমানে কিছু মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা বসে পরনিন্দা গীবত ইত্যাদির মত জঘন্য পাপে লিপ্ত। গিবত ও অপরের দোষচর্চা নিকৃষ্টতম অভ্যাস।

আল্লাহতায়ালা বলেন, وَلَيْلٌ لِّكُلِّ هُمْزَةٍ لُّمَزَةٍ

অর্থ - ‘পেছনে ও সামনে প্রত্যেক পরনিন্দাকারীর জন্য দুর্ভোগ-ধ্বংস।’ (সূরা হুমাযা : ১)। বর্তমানে স্মার্টফোন অনেকের অবসরের সঙ্গী। স্মার্টফোনে হারাম কিছু না দেখলেও এর দ্বারা প্রচুর সময় নষ্ট হয়। অথচ কেয়ামতের দিন মানুষকে প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে। অনেকের আবার অবসর কাটে দোকানে চায়ের আড্ডায়, গল্পগুজব আর অনর্থক ক্রিয়াকর্মে। অথচ মুসলমানদের জীবনের সফলতার ভিত্তি যে কয়টি বিষয়ের ওপর, তার একটি অনর্থক ক্রিয়াকর্ম থেকে বেঁচে থাকা।

আল্লাহতায়ালা বলেন, فَذَاقُوا الْعَذَابَ الَّذِي لَكُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُسْفَانٌ ۚ (১) وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۚ (২)

‘নিশ্চয় মুমিনরা সফলকাম। যারা খুশু-খুজুর সঙ্গে নামাজ আদায় করে এবং অনর্থক ক্রিয়াকর্ম থেকে বিরত থাকে।’ (সূরা মোমিনুন : ১-৩)।

রাসুল (সা.) বলেন, ‘মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত হবে।’ (মুয়াত্তায়ে মালেক : ৯৪৮)।

ইবনে জাওয়াই (রঃ) বলেন, “আমি সাধারণ জনগনকে দেখতে পাই যে, তারা নিজেদের মূল্যবান সময়কে শুধুই অহেতুক কাটিয়ে দেয়। যখন রাত গভীর হতে শুরু করে তখন তারা অনর্থক গল্প-গুজবে লিপ্ত হয়ে যায় অথবা এমন ধরণের বই-পত্র পাঠ করতে শুরু করে যা প্রেম-প্রীতি ও কাল্পনিক কথা-বার্তা দ্বারা সাজানো। যাতে না আছে দুনিয়ার কোন ফায়দা, আর না আখেরাতের। আর যখন প্রভাতের সূর্য উঁকি দেয়ার সময় হয় তখন তারা শোয়। (আধুনিক কালের তাস, জুয়া এবং ভি,সি, আর, বা চ্যানেল দর্শকরা যেমনটি করে।) আর যখন সকাল গড়িয়ে বিকাল আসে তখন তারা কোন বাজার বা নদীর তীরে গিয়ে আড্ডা জমিয়ে সময় অতিবাহিত করে। আমি মনে করি, এরা তাদের ন্যায় যারা নদীতে মাঝি বিহীন ভাসমান নৌকায় বসে আলাপচারিতায় লিপ্ত, দ্বীন-দুনিয়ার প্রতি যাদের কোন খবর নেই। এ নৌকা তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সে দিকেও দ্রক্ষেপ নেই বিন্দু মাত্রও। আমি এমন লোক খুবই কম পেয়েছি যারা আখেরাতের অস্তিত্ব ও অবস্থানের সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। আর এরাই সর্বদা পুঁজি সঞ্চয় ও সফরের পাথেয় জোগাড়ে এক পায়ে দাঁড়ানো। এদের দুনিয়া-আখেরাত উভয়ই সার্থক।”

আল্লাহ তায়ালা অপচয়, বিলাসিতা প্রদর্শনের প্রতি শুধু নিরুৎসাহিতই করেনি বরং এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। আল্লাহ তায়ালা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।" (আল-আরাফ, ৩১)

যারা এ দুনিয়াতে ভোগবিলাসে মশগুল হয়ে নেক আমল থেকে বিমুখ হবে তাদের আফসোসের কোনো সীমা থাকবে না। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন,

يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

অর্থ: 'সে বলবে, হায়! এ জীবনের জন্যে আমি যদি কিছু (নেকী) আগে পাঠিয়ে দিতাম!' (সুরা ফাজর, আয়াত-২৪)

অতএব, আমাদের উচিত আল্লাহ তাআলার দেওয়া নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে তার সঠিক ব্যবহার করা।

সময় অপচয় মানে নিজের প্রতি জুলুম

মনীষীগণ বলেছেন, যদি কোনো মুমিনের কোনো একটি দিনও এমন কেটে যায় যে, সে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায় করেনি বা তার ওপর ফরজ হয়ে আছে-এমন কোনো কাজও সে আদায় করেনি, কিংবা কোনো মর্যাদা ও প্রশংসা অর্জন করেনি, অথবা কোনো ভালো কাজের গোড়াপত্তন করেনি, কিংবা কোনো ইলম অর্জন করেনি, তবে তার দিনটা বৃথা গেল এবং সে নিজের ওপর জুলুম করল। (আবুল হাসান মা'ওয়ারদী রচিত *أدب الدنيا والدين* : page -৭৬) মানুষ এসব ঠিকই বোঝে। অথচ এসব তাদের মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। কিন্তু যখন মানুষের অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হবে, মানুষ যখন মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তখনই তার এ উপলব্ধি ও অনুভূতি প্রবল হয়ে উঠবে। যখন মানুষ দেখবে, তার ধ্বংস ত্বরান্বিত হচ্ছে, তখন সে আল্লাহর কাছে বৃথা আশা করবে। সে বৃথা আবেদন করবে, যেন আল্লাহ তাকে একটু সময় দেন। যেন সে শুধরে নিতে পারে নিজের বিকৃত অবস্থাকে। সংশোধন করে নিতে পারে ছুটে যাওয়া আমলগুলোকে। কিন্তু সে আশায় গুড়ে বালি। কিছুতেই আরেকটু সময়ও পাবে না সে, এ তো নিশ্চিত কথা। তার নির্ধারিত সময় এসে গেছে। মৃত্যু তার সঠিক সময়েই এসে গেছে তার কাছে।

আল্লাহুতায়াল্লা বলেন -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ، وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ١٠ وَلَنْ يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١

'হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ আর তোমাদের সন্তানাদি তোমাদের যেন আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন করে না দেয়। যারা উদাসীন হবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদের যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই দান করো। অন্যথায় (মৃত্যুএসে গেলে) সে বলবে, "হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদাকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ তখন কাউকেই অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। (সূরা মুনাফিকুন:(৯-১১))

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন যে, মৃত্যু আসার পর কাউকে অবকাশ দেওয়া হয় না। সুতরাং এই বাসনা নিরর্থক।

এ জন্য আল্লাহ যাদের তাওফিক দিয়েছেন, তারা তাদের সময়ের প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি সেকেন্ড নেক আমলে ব্যয় করে। তারা নিজেদের সময়কে গনিমত মনে করে। তাদের কাছে

সময় পাওয়া মানেই হলো, একটি অমূল্য সুযোগ পাওয়া। তারা ঠিকই উপলব্ধি করে যে, অনর্থক সময় পার করার অর্থ নিজের ক্ষতি নিজেই ডেকে আনা।

অতীতের সময় কখনো ফিরে আসে না

ইসলামের প্রতিটি ইবাদতের জন্য আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই সময়ের সাথে সময়ের কাজ শেষ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। নইলে দিনশেষে কেবলই শূন্য।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন -

“বেলা শেষে উদাস পথিক ভাবে,
সে যেন কোন অনেক দূরে যাবে-
উদাস পথিক ভাবে।”

মহান আল্লাহ হজ যেমন নির্দিষ্ট সময় পালন করার জন্য নির্ধারণ করেছেন, জাকাত নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল হলে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার জন্য নির্ধারণ করেছেন, ফরজ নামাজের জন্যও একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন। এভাবে শরিয়তের আরো অন্যান্য হুকুম-আহকামের মাঝে সময়ের মালা গাঁথা রয়েছে। নামাজের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে- **الْصَّلَاةُ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا**
অর্থ - 'নিশ্চয়ই নামাজ মুসলমানদের ওপর ফরজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।' (সূরা নিসা, আয়াত-১০৩)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়? তিনি উত্তরে বললেন, 'যথাসময়ে আদায়কৃত নামাজ।' (বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি, নাসায়ি)

ওই আয়াত ও হাদিস দ্বারা বোঝা গেল সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম, তাই সময়ের কদর করতে হবে। সময়কে মূল্যায়ন করতে হবে। সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। হেলায় খেলায় সময়কে আর কখনই ফিরে আসবে না। ধনসম্পদ তো হারিয়ে গেলে তা আবার ফিরে পাওয়ার আশা থাকে, কিন্তু সময় যদি হারিয়ে যায় তা আর দ্বিতীয়বার ফিরে আসে না। নষ্ট করা যাবে না। সময় এমন এক মূল্যবান সম্পদ ও এমন একটি রত্ন, যা একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না।

সুতরাং বোঝা গেল ধন-সম্পদ থেকেও সময় অতি মূল্যবান। এভাবেই সময় তার নিজ গতিতে চলতে থাকে, সবকিছু শুরু হয়, আবার শেষ হয়, রাত যায় দিন আসে, দিন যায় রাত আসে, শেষ হয়ে যায় সপ্তাহ, পক্ষ, মাস ও বছর। এভাবেই চলতে থাকে আমাদের জীবন প্রহর।

ইমাম ইবনুল জাওয়ী রহ. বলেন, “ও ভাই! দিন হল তিন প্রকার। এক. গতকাল, যা তার মধ্যকার সকল কল্যাণ-অকল্যাণ নিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে। দুই. আগামীকাল- তুমি তা নাও পেতে পারো। আর তিন. আজকের দিন- যাতে তুমি যত ইচ্ছা সাধনা করতে পার।”

উমর ইবন যার বলেন, “চিন্তার গভীরতা দিয়ে নির্ণয় করলে বলা যায়, দিন মূলত তিন প্রকার। এক. কেটে যাওয়া দিন, যাতে আর কিছু আশা করার নেই। দুই. বর্তমান দিন- যাকে তোমার যথাযথ মূল্যায়ন করা উচিত। তিন. ভবিষ্যত- আগত দিন, যার ব্যাপারে তুমি শুধু আশাই করতে পার।”

হযরত আবু গাদ্দাহ (রঃ) বলেন, “ক্ষয়িত সময় তুমি নতুন ভাবে আবার কাজে লাগাতে পারবেনা। তা কোন দিন তোমার কাছে ফিরে আসবে না। তাই নিজেকে এবং নিজের সময় ও আমলকে সুবিন্যস্ত করে সময় দ্বারা উপকৃত হও। তুমি ছাত্র, শিক্ষক, লেখক, পাঠক, বক্তা, শ্রোতা, তেলাওয়াতকারী, বাত জেগে ইবাদতকারী, যাই হও সময় নষ্ট করে নিজের মূল্যবান জীবনকে হত্যা করোনা। রত্নতুল্য মুহূর্তগুলোকে অযথা ব্যয় করে নিজের উপর জুলুম করোনা। অলসতা ও বিলাসিতার পেছনে পড়ে ফজিলত ও বুয়ুর্গির সুমহান মর্যাদা হাত ছাড়া করোনা।”

সময় নামক আল্লাহর এ নেয়ামতটিকে হেলায়-খেলায় কাটিয়ে দেওয়া নিতান্তই বোকামি। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ একটি নেয়ামত। এর প্রতিটি মুহূর্ত বড়ই দামী। এটি প্রতিনিয়তই বরফের ন্যায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। জনৈক কবি যথার্থই বলেছেন-

جیکی چکی رفتہ رفتہ دم دم ہورہی ہی عمر مثل برف کم × چکی چکی رفتہ رفتہ دم دم
 খন্ডের ন্যায় যাচ্ছে কমে, চুপে চুপে চলছে তা ক্ষণে ক্ষণে।

দুনিয়াবী কাজে সময় ব্যয়

খাঁটি মুমিনের একটি গুণ, সে অহেতুক কোনো কিছুতেই সময় ব্যয় করে না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অর্থহীন কাজকর্ম ত্যাগ করার মাঝেই মুমিনের সৌন্দর্য নিহিত আছে।-(সুনানে ইবনে মাজাহ, মিশকাত) অথচ বর্তমানে আমরা

দুনিয়াবী ব্যস্ততায় নিজেদেরকে মগ্ন রেখেছি। দুনিয়ায় সম্পদ ও প্রাচুর্যের পাহাড় গড়ে তুলছি আমরা কিন্তু এই সম্পদ আমাদের শেষ যাত্রায় ন্যূনতম কাজে আসবে না।

এজন্য পবিত্র কোরআনের নির্দেশ হলো আমরা যেন ভালো কাজে সময় খরচ করি। ভালো কাজের সহযোগী হই। মন্দ কাজে ব্যয় থেকে বিরত থাকি।

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমের সূরা মায়িদার 2নং আয়াতে বলেন, **وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ**, **وَالنَّفْيِ ۖ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ**
'তোমরা কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে একে অপরের সহযোগী হও। অন্যায় ও পাপাচারের কাজে সহযোগী হয়ো না। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা শাস্তি দানে কঠোর।'

দুনিয়াবী কর্মসমূহ এবাদতে পরিণত হবে যেভাবে

দৈনন্দিন রুটিনমাসিক বহু কাজ করতে হয়। বেঁচে থাকার তাগিদে কারণে-অকারণে কিছু কাজ প্রতিদিন করতে হয়। এগুলো মানুষের সাধারণ অভ্যাস বা নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজ। কিন্তু যথাযথ নিয়ম মেনে কাজটি সম্পাদন করলে তা ইবাদতে পরিণত হতে পারে।

জাগতিক এসব কাজ পরকালে পুণ্য অর্জনের কারণ হতে পারে। এখানে এমন কিছু কাজের কথা উল্লেখ করা হলো—

● সাধারণ কাজ ইবাদতে পরিণত হওয়ার সূত্র

মানুষ অভ্যাসের বশে অথবা জাগতিক চাহিদার ভিত্তিতে যেসব কাজ করে তা নিয়তের কারণে ইবাদত ও আমলে পরিণত হয়। মানুষ যখন তার নিত্যকার বৈধ ও অভ্যাসমূলক কাজে আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়ত করে, তখন সেই কাজের মাধ্যমেও সওয়াবের অধিকারী হতে পারে। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, সব আমলের প্রতিদান নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। (বুখারী হাদীস:১)

● শিক্ষা যখন ইবাদত

মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। এর মানে এই নয় যে জাগতিক জ্ঞান অর্জন করা যাবে না। বরং জাগতিক জ্ঞান অর্জন কার্যক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। মুসলমানদের বৈষয়িক উন্নতি ও অগ্রগতির স্বার্থে জাগতিক জ্ঞান অর্জন জরুরি।

তবে এর পেছনে নেক নিয়ত থাকতে হবে।

যদি কোনো মেডিক্যালের ছাত্র তার অধ্যয়নের মাধ্যমে ভবিষ্যতে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসাসেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে পড়ালেখা করেন, অনুরূপ ইঞ্জিনিয়ারিং বা অন্যান্য শাখার শিক্ষার্থীরা যদি তাঁদের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে জ্ঞান দ্বারা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সেবা করার নিয়ত করেন, তাহলে তাঁদের সেই পড়াশোনা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু কেউ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া পার্থিব কোনো উদ্দেশ্যে ধর্মীয় জ্ঞানও অর্জন করে, তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করা তো দূরের কথা, জান্নাতের সুগন্ধিও সে পাবে না। (আবু দাউদ, হাদিস : ৩৬৬৪)
এভাবে বিশুদ্ধ নিয়তের মাধ্যমে অভ্যাসমূলক কাজ ইবাদতে রূপান্তরিত হয়।

● ঘুম যখন ইবাদত

ঘুম মানুষের চিরায়ত অভ্যাস। বিশুদ্ধ নিয়তের কারণে এই ঘুমও ইবাদতে পরিণত হতে পারে। মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) ইয়েমেনের এক সফরে আবু মুসা আশআরি (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কিভাবে কোরআন তিলাওয়াত করেন? আবু মুসা (রা.) জবাবে বলেন, আমি দাঁড়িয়ে, বসে, সওয়ারির পিঠে আরোহী অবস্থায় এবং কিছুক্ষণ পর পর কোরআন তিলাওয়াত করি। জবাব শুনে মুয়াজ (রা.) বলেন, আমি রাতের প্রথম দিকে ঘুমিয়ে পড়ি, তারপর (শেষ ভাগে কোরআন তিলাওয়াতের জন্য) দাঁড়িয়ে যাই। এভাবেই আমি আমার নিদ্রার সময়কেও সালাতে দাঁড়ানোর মতোই সওয়াবের বিষয় মনে করি। (বুখারি, হাদিস : ৪৩৪৪)

● খাবার গ্রহণ যখন ইবাদত

বেঁচে থাকার তাগিদে খাবার খেতে হয়। বিশুদ্ধ নিয়তে একজন মুমিন তার এই খাবার গ্রহণকে ইবাদতে পরিণত করতে পারে। এই খাবার খেয়ে দেহে যে শক্তি অর্জিত হবে তা যদি আল্লাহর ইবাদতের কাজে ব্যয় করার নিয়ত করে এবং আল্লাহর নামে আহার করে, তাহলে এই খাবার ইবাদতে পরিণত হবে। রাসুল (সা.) বলেন, মুমিনের সব কাজের জন্য প্রতিদান দেওয়া হয়, এমনকি নিজের মুখে খাবারের লোকমা তুলে নেওয়ার সময়ও (তাকে নেকি দেওয়া হয়)। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৫৩১)

- পরিবারের জন্য খরচ যখন ইবাদত

স্ত্রী-সন্তান, মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে নিয়ে আমরা বসবাস করি। তাই পরিবারের জন্য যথাসাধ্য খরচ করতে হয়। কিন্তু পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য যা কিছু ব্যয় করা হয়, এর মাধ্যমেও নেকি অর্জন সম্ভব। রাসুল (সা.) বলেন, যখন কোনো মুসলমান সওয়াবের আশায় পরিবারের জন্য খরচ করে, তখন তার জন্য সদকা করার সমতুল্য সওয়াব নির্ধারণ করা হয়। (মুসলিম, হাদিস : ১০০২)

- উপার্জন যখন ইবাদত

জীবিকার জন্য শিক্ষক, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, ড্রাইভার, মৎস্যজীবী, নাপিত, কামার, কুমার, মিস্ত্রি, কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুর প্রমুখ পেশাজীবী মানুষ অনেক পরিশ্রম করে। তাদের কাজগুলো নিছক কর্তব্য নয়, এর জন্য আল্লাহর কাছে আছে সীমাহীন পুরস্কার। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, একদিন আমরা রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে বসে ছিলাম। হঠাৎ আমাদের সামনের দিক থেকে এক যুবকের আগমন ঘটল। আমরা তাকে দেখে বললাম, যদি এই যুবক তার যৌবন, উদ্দীপনা ও শক্তিমত্তা দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করত (তাহলে কত উত্তম হতো)! বর্ণনাকারী বলেন, রাসুল (সা.) আমাদের কথাবার্তা শুনে বলেন, নিহত হওয়া ছাড়া কি আল্লাহর পথে সংগ্রামের কোনো রাস্তা নেই? যে ব্যক্তি তার মা-বাবার জন্য কাজ করে, সে আল্লাহর পথেই কাজ করছে। যে তার পরিবারের জন্য শ্রম ব্যয় করছে, সে আল্লাহর পথেই পরিশ্রম করছে। আর যে ব্যক্তি নিজেকে নিষ্কলুষ রাখার জন্য মেহনত করছে, সে আল্লাহর পথেই মেহনত করছে। কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু সম্পদ বৃদ্ধির জন্য পরিশ্রম করে, সে শয়তানের পথে পরিশ্রম করে।

(বায়হাকি, শুআবুল ঈমান, হাদিস : ৯৮৯২)

- নারীদের গৃহস্থালি কাজ যখন ইবাদত

মুসলিম সমাজে নারীরা ঘরের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। অক্লান্ত কায়িক পরিশ্রমে গড়ে তোলেন সংসার। বিশুদ্ধ নিয়তের কারণে এই কাজগুলো ইবাদতে পরিণত হতে পারে। একবার

উম্মে সালামা (রা.) রাসুল (সা.)-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! (আমার প্রথম স্বামী) আবু সালামার সন্তানদের জন্য আমি খরচ করি, তাতে কি আমি সওয়াব পাব? আমি তাদের এভাবে ছেড়ে দিতে পারি না, তারা তো আমারই সন্তান? রাসুল (সা.) বলেন, হ্যাঁ! তুমি তাদের জন্য যা কিছু দান করবে, তার বিনিময়ে সওয়াব পাবে। (মুসলিম, হাদিস : ১০০১)

এভাবেই বিশুদ্ধ নিয়তের মাধ্যমে অনেক অভ্যাসমূলক কাজ আমল ও ইবাদতে পরিণত হবে।

সময়কে সঠিক পদ্ধতিতে কাজে লাগানো

আমরা সৃষ্টিকূলের সর্বোত্তম প্রাণী। আমাদের উপর রয়েছে মহা দায়িত্ব; শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এরসাদ করেন--

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জ্বিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে"(সূরা যারিয়াত:৫৬)

এ আয়াতের আলোকে বলা যায় আমার, আপনার প্রতিটি ব্যক্তির কাজই হবে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে। আল্লাহ শুধুমাত্র নামজ,রোজা হজ্জ যাকাত এসকল ইবাদতের কথাই বলেনি মূলত ইসলামে ইবাদতের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। সাধারণ মানুষ যেগুলোকে ইবাদত মনে করে তাতেই ইবাদতের ধারণা সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানবজীবনের প্রতিটি কথা, কাজ ও পদক্ষেপ ইবাদত বলে গণ্য হওয়ার অবকাশ রয়েছে ইসলামে। যেমন, মনে মনে আল্লাহকে ভয় পাওয়া এবং তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করাও ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদত। জীবনের প্রতিটি সেকেন্ড, মূহর্ত যাই বলেন না কেন সকল কাজেই তা জীবনের যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন সবসময়ই আল্লাহ তায়ালা নাম নেওয়া এবং সাহায্য প্রার্থনা করা আবশ্যিক। আল্লাহ বলেন--

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ

ذُكِّرُوا اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"অতঃপর যখন নামায সমাপ্ত হয়, তখন যমীনে ছড়িয়ে পড়, আর আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করতে থাক- যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।"(সূরা জুমআ:৯-১০)

মানুষ যখন আল্লাহর নির্দেশ ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী কোনো ইবাদত পালন করে, তখন তার সমগ্র জীবনে তার প্রভাব পড়ে। বায়হাকির হাদিসে রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কারও অভাব পূরণ করবে, এতে তার উদ্দেশ্য হল ওই ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করবে; প্রকৃতপক্ষে সে আমাকে সন্তুষ্ট করল। আর যে আমাকে সন্তুষ্ট করল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল।

আল্লাহই কেবল আমাদের ইবাদতের যোগ্য এ জন্য যে, তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের তিনি প্রতিপালন করেন, আমাদের আহার জোগান। সর্ব ক্ষেত্রেই বান্দা তার মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে সকলকেই কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিটি কাজ যথাযথভাবে আদায় করার মাধ্যমে ইবাদতের পরিপূর্ণ হক আদায় করার তাওফিক দান করুক।

সময়ের বারাকাহ লাভের উপায়

সময়ের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সময়কে সঠিক খাতে ব্যয় করা। এমন কিছু নীতিমালার অধীনে নিজেকে নিয়োজিত রাখা, যাতে সময়ক্ষেপণ আরও ফলপ্রসূ হতে পারে।

১. আমরা লক্ষ্য করলে দেখবো পৃথিবীর সকল সফল মানুষই খুব ভোরে ঘুম থেকে জাগেন। তাই দিনের শুরুটা করা উচিত ফজরের নামাজ আদায়ের মধ্য দিয়ে। ভোরে ঘুম থেকে ওঠার বৈষয়িক উপকারিতা বাদেও মুসলমান হিসাবে ফজর আদায়ের জন্য আমাদের আগেভাগে জাগা উচিত। আমরা জানি দিনের শুরুতে রয়েছে বরকত। হাদিসে উল্লেখিত বরকত লাভের জন্য তাই আমাদের উচিত খুব ভোরে ঘুম থেকে জাগা। শুধু ফজরই নয়; সকল নামাজ জামাতের সাথে নিয়মিত আদায় করুন। আল্লাহর হককে নিজের হকরে ওপর প্রাধান্য দিন।

ফজরের আগে ঘুম থেকে ওঠে, নামাজ পড়ে, কিছুক্ষণ কুরআন তেলাওয়াত ও অন্যান্য জিকির-আজকার করুন। এরপর প্রাত্যহিক ব্যায়াম ও সকালের নাস্তার মধ্য দিয়ে দিন শুরু করুন। এরপর দিন শুরুর প্রস্তুতি নিন। এভাবে অন্যান্য মানুষ জেগে ওঠার আগেই আপনি দিনের প্রাথমিক কাজগুলো সেরে নিজেকে এগিয়ে রাখুন। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে আপনি পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় বেশি কাজ করতে সক্ষম হবেন।

২. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজের লিস্ট তৈরি করুন। প্রত্যেকে নিজের মতো করে টাইম মেনেজমেন্টের খসড়া দাঁড় করায়। কেউ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী রুটিন করে, কেউ দিনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে। কেউ বা আবার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিদিনের কাজের তালিকা তৈরি করে সে অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করেন। প্রতিদিনের কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করাই সব চেয়ে ভালো।

একটি সফল দিন যাপনের জন্য আগের রাতেই প্রয়োজনীয় কাজের তালিকা তৈরি করে রাখুন। এতে আপনি দিনের শুরু থেকেই জরুরি কাজগুলো জানতে পারবেন।

৩. অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য আলাদাভাবে সময় বরাদ্দ করুন। সময় বাঁচানোর জন্য অনেকেই একসাথে একাধিক কাজ তথা মাল্টিটাস্কিং করে থাকেন। এটি আসলে ভুল সিদ্ধান্ত। মাল্টিটাস্কিং কেবল কম মনযোগের কাজেই করা যায়। যেমন ব্যায়াম করতে করতে কোন কিছু শোনা বা এমন হালকা কোন কাজ একসাথে করা যেতেই পারে। কিন্তু যে কাজগুলো করতে অধিক মনযোগ ব্যয় করতে হয়, সেগুলোর সাথে অন্য কাজ যুক্ত করা মানে মোটাদাগে সময়ই নষ্ট করা। তাই গুরুত্বপূর্ণ কাজে মাল্টিটাস্কিং না-করাই বরং ভালো। একই সাথে একাধিক কাজ না-করে, যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে ঘণ্টায় অন্তত ৪৫ মিনিট দিন। ফলাফল দেখে আপনি নিজেই অবাক হবেন।

৪. কাজের সুষম বণ্টন করুন! যে কাজ অন্যের মাধ্যমে করানো সম্ভব এবং আপনি নিজেও যে কাজে পারদর্শী নন। সেই কাজগুলো বরং অন্যদের দিয়েই করান। এতে আপনি অযথা সময় ক্ষেপণ থেকে বাঁচবেন।

৫. রুটিন যথা সম্ভব সহজ রাখুন। রুটিন করার আগে ভাবুন রুটিনে কী কী রাখবেন। কিন্তু একবার রুটিন করে ফেললে এরপর নিজেকে সম্পূর্ণরূপে রুটিন অনুযায়ী করে গড়ে তুলুন। কারণ রুটিন সহজ এবং ফ্লেক্সিবল না হলে, আপনার কাজে ছন্দপতন হতে বাধ্য। এতে সময় ক্ষেপণ ছাড়াও আপনার মনোবল ভেঙ্গে যেতে পারে। সারা দিন আপনার রুটিন অনুযায়ী সব কিছু ঘটবে না। বাইচান্স যে কোন কিছুই ঘটে যেতে পারে। এই জন্য রুটিন বাদেও আলাদা করে কমপক্ষে দুইঘণ্টা সময় হাতে রাখুন।

৬. ‘না’ বলতে শিখুন। অনুরোধে ঢেকি গিলবেন না। বাজেভাবে অনেকগুলো কাজ করার চেয়ে একটি কাজ ভালোভাবে করুন। এবং বাকিগুলোর জন্য না বলুন। সাবলীলভাবে ‘না’ বলতে পারা একটি বড় গুণ।

৭.. অলসতা বন্ধ করুন: অলসতা আপনার সাফল্যকে অবশ্যই ধ্বংস করবে। অলসতা করে কখনো চূড়ান্ত সাফল্য পাওয়া যায় না। তাই যেকোনো কাজ করার সময় যেটুকু সময়ের মধ্যে পারা যায় তাতেই কাজটি শেষ করার চেষ্টা করুন। অলসতা করে একটি কাজে দেরি করলে অন্য কাজগুলোতে এর জন্য ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

৮.. নিয়মমাফিক ঘুমানোর চেষ্টা করুন: ছুটহাট না ঘুমিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মমাফিক ঘুমান। রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ুন এবং সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠুন। আর রাতে ভালো ঘুম না হলে কারো পক্ষেই দিনের বেলা ভালোমতো কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এর ফলে দিনের বেলা কোনো কাজই শেষ করা সম্ভব নাও হতে পারে। সুতরাং যথাসময়ে ঘুমিয়ে নিজের সময়কে ফলপ্রসূ করার চেষ্টা করুন।

৯. আত্মকেন্দ্রিক লোক এড়িয়ে চলা: আপনার সময় নষ্ট করতে পারে এমন লোক থেকে দূরে থাকুন। দরকার হলে তালিকা করে অলস এবং সময় নষ্টকারী লোকের তালিকা করে নিন।

যৌবন ও বার্ধক্য

মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সম্ভাবনাময় সময় হলো যৌবনকাল। পৃথিবীতে যা কিছু ভালো সংঘটিত হয় তা যুবকদের দ্বারাই হয়। এই সময়ের মতো শারীরিক সক্ষমতা, কাজের স্পৃহা, অদম্য মানসিক শক্তি কৈশোরকাল অথবা বার্ধক্যকালে থাকে না। বার্ধক্যে গৌছার পর শক্তি ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে এবং সকল প্রকার ক্ষমতা তথা শ্রবণ, দর্শন, স্মৃতি ও উপলব্ধি জ্ঞান এমনকি যৌবন ও তারুণ্যে প্রাপ্ত যোগ্যতা ও নিয়ামাত হ্রাস পেতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা সূরা রুমের ৫৪ নং আয়াতে বলেন- **اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً**

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً

অর্থ: আল্লাহ দুর্বল অবস্থায় তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর দুর্বলতার পর শক্তি দান করেছেন। তারপর শক্তির পর দান করেছেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি আরও বলেন-

وَمَنْ تَعَمَّرَهُ نَكَسْنَاهُ فِي الْخَلْقِ

অর্থ: আমি যাকে দীর্ঘজীবন দান করি তাকে সৃষ্টিগতভাবে পূর্বাবস্থায়

ফিরিয়ে দেই। -সূরা ইয়াসীন: ৬৮

“أَلَمْ نَخْلُقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ” “অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে, তারপর আমরা তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি”। [সূরা আত-তীন: ৪-৫]

এক তাফসীর অনুসারে এখানে বার্ধক্যই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আবু উছমান জাহিয় যখন বার্ধক্য ও তার উপসর্গসমূহে আক্রান্ত হলেন তখন দুর্বলতা, আর রোগ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আফসোসের সাথে বলতে লাগলেন,

أَتَرْجُو أَنْ تَكُونَ وَأَنْتَ شَيْخٌ كَمَا قَدْ كُنْتَ أَيَّامَ الشَّبَابِ لَقَدْ كَذَبْتَكَ نَفْسُكَ لَيْسَ ثَوْبٌ . دَرِيسُ كَالْجَدِيدِ مِنَ الثِّيَابِ

অর্থ: তুমি কি আশা করছ, বার্ধক্যে যৌবনের শক্তি ও উদ্যম লাভ করবে? মন তোমায় মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছে। জীর্ণ কাপড় তো নতুন কাপড়ের মত হতে পারে না।

সুতরাং কাজ যা হবে বার্ধক্য ও তার উপসর্গগুলোর আক্রমণের আগে, যুবকালেই হবে। হ্যাঁ, তবে আল্লাহ যদি কাউকে বার্ধক্যেও নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করেন এবং শক্তি ও সামর্থ্য বাকী রাখেন তবে তা ভিন্ন কথা। এটি আল্লাহর বিশেষ দয়া ও করুণা; সাধারণ অবস্থা নয়।

যৌবনকালের ইবাদতকারীকে স্বয়ং আল্লাহতায়াল্লা ভালোবাসেন। কেয়ামতের দিন সীমাহীন কঠিন অবস্থার মধ্যেও সাত শ্রেণির মানুষ আল্লাহর আরশের ছায়াপ্রাপ্ত হবেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ সাত শ্রেণির মানুষকে হাশরের দিন তার আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন। যে দিন তার ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। তারা হলেন: ১. ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, ২. ওই যুবক, যে নিজের যৌবনকে আল্লাহর ইবাদতে অতিবাহিত করেছে, ৩. ওই ব্যক্তি, যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে ৪. আর ওই দুই ব্যক্তি, যারা পরস্পরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে, উভয়ে তারই সন্তুষ্টির জন্য একত্র হয় এবং তারই সন্তুষ্টির জন্য পৃথক হয়, ৫. আর যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, আর তার দুই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে, ৬. ওই ব্যক্তি, যাকে কোনো সম্ভ্রান্ত ও সুন্দরী নারী কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার প্রস্তাব দেয়, আর তখন সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং ৭. ওই ব্যক্তি, যে এমন গোপনতার সঙ্গে

দান-সদকা করে, তার বাঁ হাতও জানে না তার ডান হাত কী দান করে। ’ (বুখারি, হাদিস নং: ১৭৪; মুসলিম, হাদিস নং : ১৭১২)

কিয়ামতের কঠিন দিবসে যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না সেদিন আল্লাহতায়াল্লা ওই যুবককে আরশের নিচে ছায়া দিবেন যে নিজের যৌবনকে আল্লাহর ইবাদতে ব্যয় করেছে - এখান থেকেই যৌবনে ইবাদতের গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায়। যৌবনকাল এমন একটা সময় যখন অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে ভালো কাজে যেমন মানুষ চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে পারে তেমনি শয়তানের প্ররোচনায় খারাপ কাজেও নিকৃষ্ট পর্যায়ে যেতে হবে। এইজন্য এই সময় খুব সতর্কতার সাথে একজন মুমিনকে চলতে হবে। জীবনের এই সোনালী সময়ের এক মুহূর্ত ও যেন পরবর্তীতে অনুশোচনার কোনো কাজে ব্যয় না হয় সেদিকে খুব সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এই জন্য এই সময় জীবনদর্শন হিসেবে রসূল সা এর জীবনী, সাহাবীদের জীবনী সামনে রেখে চলতে হবে। একজন যুবকের দিনরাতের প্রতিটা মুহূর্ত কাটবে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে। যৌবনের সকল চেষ্টা সামর্থ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে ব্যয় করতে হবে।

যুগের বিশিষ্ট উলামাদের কাছে সময়ের মূল্য

‘সময়’ নামক মূল্যবান নেয়ামতকে যুগের বিশিষ্ট উলামায়ে কেয়াম যেভাবে মূল্যায়ন করতেন তা প্রত্যেক ত্বলিবে ইলমকে জানা জরুরী। নিম্নে কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো -

- মুমূর্ষ অবস্থায় আলোচনা : ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মজলিসে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) দীর্ঘ ১৭ বছর বসেছিলেন। আবু ইউসুফ (রহ.) সময়ের প্রতি এত বেশি সচেতন ছিলেন যে এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কখনো অসুস্থতা ছাড়া শিক্ষকের মজলিসে বসা বাদ দেননি। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) তিনজন আব্বাসি খলিফার সময়ে প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন সময় ফিকহি আলোচনা করতেন। এমনকি মৃত্যু শয্যায়ও তিনি আলোচনা করেছিলেন। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তিনি তাঁর ছাত্র কাজি ইবরাহিম বিন আল-জাররাহ-এর সঙ্গে বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে কথা বলেন। মুহাম্মদ বিন কুদামা (রহ.) বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর এক সন্তান মারা যায়। সন্তানের কাফন ও দাফন কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেননি। যেন আবু হানিফা (রহ.)-এর কোনো দরস হারিয়ে না যায়। তাঁর আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশিরা তার সন্তানকে দাফন করে। (মানাকিবু আবি হানিফা, পৃষ্ঠা: ৪৭২)

- রাত জেগে ইলম চর্চায় সময় ব্যয়: ইমাম মুহাম্মদ বিন আল-হাসান আল-শাইবানি (রহ.) ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর আরেক ছাত্র। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ইলমচর্চায় অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। সময়ের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতেন তিনি। বর্ণিত আছে, তিনিও সব সময় ইলম চর্চায় ব্যস্ত থাকতেন। এমনকি রাতেও ঘুমাতে না। সারারাত কিতাব পড়ে পার করতেন। এক বিষয়ে পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়লে অন্য বিষয় পড়া শুরু করতেন। আর পানি ছিটিয়ে ঘুম তাড়াতেন। তিনি বলতেন, উষ্ণতা থেকে ঘুম আসে। তাই পানি দিয়ে তা তাড়াতে হয়। (মিফতাহুস সাআদাহ, পৃষ্ঠা: ২৩)
- অল্প সময়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা: শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) মাত্র ৫৭ বছর বেঁচেছিলেন। এ সময়ে তিনি প্রায় পাঁচ শ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাতেন। পড়া বা লেখা বা ইবাদত ছাড়া কোনো মুহূর্ত ব্যয় কাটাতেন না। আল্লামা আবদুল হাই লখনৌবি (রহ.) মাত্র ৩৯ বছর বেঁচেছিলেন। এ সময়ে তিনি ১১০টির বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে অনেক গ্রন্থ কয়েক খণ্ডের রয়েছে। হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি (রহ.) ৮১ বছর বেঁচেছিলেন। এ সময়ে হাজারের বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। মূলত কঠোর সময়ানুবর্তিতার কারণে তাঁদের পক্ষে এত বেশি লেখা সম্ভব হয়েছে।

সময় সম্পর্কে মহা মনীষীগণের উক্তি

* প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'আমি কোন বস্তুর উপর সে পরিমাণ অনুতপ্ত হইনা, যা হই ঐ দিনের উপর যার সূর্য অস্ত যাচ্ছে অথচ আমি তাতে নতুন কোন আমল সংযোগ করতে পারিনি'।

* হযরত উমর (রাঃ) কর্মহীন ও অনর্থক সময় ব্যয় সম্পর্কে ঘৃণা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, আমার খুবই অস্বস্তি বোধ হয় যখন আমি কাউকে কর্মহীন (চাই দুনিয়াবী কাজ হোক বা আখেরাতের) ভাবে সময় কাটাতে দেখি।

* হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রাঃ) বলেন, 'রাত দিন তোমার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। সুতরাং দু'য়ের ভিতরেই তুমি আমল করে নাও'।

* হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি তো দিন সমূহের সমষ্টি। যখন একটি দিন চলে গেল তখন মনে রেখো তোমার একটি অংশ চলে গেল।' আমি এমন লোকদের* পেয়েছি যাঁরা নিজ সময়ের প্রতি এমন সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন যেমন সতর্ক দৃষ্টি মানুষ স্বর্ণ-রূপার প্রতি রাখে

* ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, 'আমি দীর্ঘকাল সূফীগণের সংশ্রবে থেকে দু'টি কথা শিখেছি।

এক. সময় হল তলোয়ারের ন্যায়। তুমি তাকে (কোন আমালের কাটবে।) অন্যথায় সে তোমাকে (দুশ্চিন্তায় লিপ্ত করে) কাটবে।

দুই. তোমার নফসের হিফায়ত করবে। কারণ, যদি তুমি তাকে সৎকাজে লিপ্ত না রাখ তাহলে সে তোমাকে কোন মন্দ কাজে জড়িয়েদিবে।

- আল্লামা হুমায়দীর কয়েকটি কবিতা

لقاء الناس ليس يفيد شيئا

سوي الهذيان من قيل و قال

فأقلل من لقاء الناس الا

لاخذ العلم او اصلاح حال

”লোকের সাথে দেখা সাক্ষাতে , আজ-বাজেগল্প-গুজব ছাড়া আর কোন ফায়দা নেই। কাজেই মানুষের সাথে দেখা-সাক্ষাত কম করবে। কিন্তু ইলম হাসিল ও আত্মশুদ্ধির জন্য দেখা-সাক্ষাত করব।”

সময়ই জীবন

বর্তমানে মানুষের গড় আয়ু যদি হয় ৬০-৭০ তাহলে এই ৬০-৭০ বছরই একটা জীবন। বরফ যেমন গলে নিঃশেষ হয়ে যায়, কারো জন্য অপেক্ষা করেনা। জীবনের সময়ও তেমনই নিঃশেষ

হয়ে যায়। অপেক্ষা করেনা। নির্দিষ্ট সময় পর আমাদের মৃত্যু হবে। যতই দিন যায়, ততই আমরা মৃত্যুর কাছাকাছি হচ্ছি। সময় শেষ হতেই মৃত্যু আমাদেরকে গ্রাস করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

আর প্রত্যেক জাতির রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময়। অতঃপর যখন তাদের সময় আসবে, তখন তারা এক মুহূর্ত বিলম্ব করতে পারবে না এবং এগিয়েও আনতে পারবে না। (সূরা আ'রাফ-৩৪) যদি বলা হয়, মানুষের জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস কী? তবে এর উত্তর হবে সময়। অন্য ভাষায় সময়ের সমষ্টির নামই জীবন। এই সময় অফুরন্ত নয়। প্রদীপের তেলের মতোই সময়রূপ তেল যখন ফুরিয়ে যাবে তখন জীবনরূপ প্রদীপও যাবে নিভে। আর শুরু হবে এক অন্তহীন জীবন। যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। দুনিয়ার জীবনের কৃতকর্মের উপর নির্ভর করছে সে জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা। এই সফলতা ও ব্যর্থতার মাপকাঠিও সেই অমোঘ জিজ্ঞাসা-আমি তোমাকে জীবন দিয়েছিলাম তা তুমি কোন কাজে ব্যয় করেছ? ভালো কাজে কি মন্দ কাজে?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন কোনোদিন যায় না যেদিন সূর্যোদয়ের সময় সে এ কথা ডেকে বলে না যে, হে বনী আদম! আমি শেষ দিন পর্যন্ত আর কখনো তোমার কাছে ফিরে আসব না। সুতরাং তোমরা আজকের মধ্যে যতটুকু সম্ভব ভালো কাজ করে নাও। (বায়হাকীর রেওয়ায়েতে, কীমাতুয যামান ইনদাল উলামা)

সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সূর্যাস্তের সময় এ বলে অনুতাপ করতেন যে, হায়! আমার জীবন থেকে একটি দিন কেটে গেল। কিন্তু আমার আমল তো বৃদ্ধি পেল না।

আমরা বুঝতে পারছি না যে, আমাদের জীবনের একেকটি মুহূর্তের মূল্য কতো? এমন মূল্যবান কত সময় আমরা অহেতুক নষ্ট করে দিচ্ছি। আমরা জীবনের মূল্য উপলব্ধি করে যদি জীবনকে কাজে লাগাতে পারি, তবে অবশ্যই সফলতা আমাদের হাতে ধরা দেবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সময়রূপ জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে উপলব্ধি করার এবং তার যথার্থ মূল্যায়ণ করার তাওফীক দান করুন।

উপসংহার

সময় অতীব নিকটতম হওয়া স্বত্ত্বেও মানুষ তাকে শুধু অনুভব করতে পারে, প্রত্যক্ষ করতে পারে না। তাই মানুষ কখনো সময়কে অতিক্রম করতে পারে না, সময়ই তাকে অতিক্রম করে চলে

যায়।যে সময়টুকু চলে গেল তা তো কখনো আসবে না। যদি তা বিনষ্ট হয়ে থাকে তবে তা হাতছাড়া হয়ে গেল। শত ক্রন্দনেও এরপর তা আর ফিরে আসবে না। আর এ জন্যেই ইসলামের একটি শিক্ষা এই যে, মুসলমান নিষ্ফল ও অনর্থক কোনো কাজ করতে পারে না। কেননা, তাকে সময়ের মূল্য বলে দেওয়া হয়েছে এবং সময়কে আরো মূল্যবান করার কৌশলও শেখানো হয়েছে। অবশেষে ইবন কুদামা রহ. এর একটি সারগর্ভ উপদেশ বাণী দিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত গবেষণাপত্রের সমাপ্তি টানবো ইনশাআল্লাহ্।

হাম্বলী মাযহাবের ইমাম, المغنى। গ্রন্থের রচয়িতা, ফকীহ মুয়াফফাকুদ্দীন ইবন কুদামা রহ. (জন্ম-৫৪১ হিজরী, মৃত্যু ৬২০ হিজরী) তাঁর وصيته নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে বলেন,

"তোমার মূল্যবান জীবনকে গণীমত মনে কর এবং প্রিয় সময়কে হেফাজত কর। কেননা জীবনের মেয়াদকাল সীমিত এবং শ্বাস-প্রশ্বাস সংখ্যা নির্ধারিত। আর প্রতিটি শ্বাসই তোমার জীবনের একটি করে অংশ হ্রাস করছে; বলা যায়, গ্রাস করে ফেলছে।

প্রকৃতপক্ষে মানব জীবন অতি সংক্ষিপ্ত। তোমার জীবনের প্রতিটি অংশ একে একটি মূল্যবান রত্ন। মূল্যমান বিবেচনায় যার কোনো তুলনা হয় না এবং কোনো বিনিময় হতে পারে না। কারণ এই সংক্ষিপ্ত জীবনের মাধ্যমেই তোমার অর্জন হবে হয়ত চিরস্থায়ী শান্তি, নয়তো স্থায়ী মর্মস্তুদ শান্তি। তুমি যদি এই জীবনের সাথে চিরস্থায়ী জীবনের তুলনা কর তবে বুঝতে পারবে যে, তোমার প্রতিটি শ্বাস অনন্ত-অসীম নেয়ামতরাজির যিন্দেগী বা সীমাহীন যন্ত্রণাদায়ক আযাবের যিন্দেগীর হাজার বছরের সমান কিংবা তারও বেশী। আর যে জিনিসের অবস্থা এমন তা তো অমূল্য হবেই। দুনিয়ার কোনো বস্তুতে তো এর বিনিময় চলতে পারে না।

তাই বলি বন্ধু! জীবনের মহামূল্যবান ধন-ভাণ্ডারকে নিষ্কর্ম ও নিষ্ফল নষ্ট করো না। আর চেষ্টা করো, তোমার একটি শ্বাস-প্রশ্বাসও যেন আল্লাহর আনুগত্য ও নৈকট্য অর্জন থেকে মুক্ত না হয়।

ভেবে দেখ তো, তোমার সাথে যদি একটি হীরকখণ্ড থাকে এবং তা হারিয়ে যায় তাহলে তুমি কতটা কষ্ট পাবে? বরং তোমার থেকে যদি একটি দিনারও খোয়া যায় তবে তুমি কতটা ব্যথিত হবে? তাহলে তুমি কিভাবে তোমার এত মূল্যবান সময়ের ক্ষেত্রে অবহেলা করছ? নিষ্ফল কেটে যাওয়া সময় ও জীবনের ব্যাপারে ব্যথিত না হয়ে থাকছ?বার বার একই কথা বলে যাচ্ছি, একই পথে আহ্বান করে চলছি- তোমার জীবনের মূল্য উপলব্ধি কর, সময়কে মূল্যায়ন কর। তা তো ধারালো তরবারির মত। তুমি তাকে না কাটলে, নিশ্চিতভাবে সে তোমাকে কেটে ফেলবে। আর

কালক্ষেপণ ও দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার কর। এরচেয়ে ক্ষতির আর কিছুই নেই। আর..... আর আল্লাহর কাছে মকবুল কাজের এ ফযিলতপূর্ণ সময়ের যথার্থ মূল্যায়নের তাওফীক কামনা কর।”

প্রিয় পাঠক! আল্লাহ আমাদের সকলকে সময়ের হেফাযত এবং সময়কে ইলমে নাফে' ও আমলে ছালেহ্ দ্বারা পূর্ণ রাখার তাওফীক দান করুন। আর আমাদেরকে তাঁদের দলে शामिल করুন, যাঁরা সময়ের মূল্য বোঝে এবং জীবনের প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করে। ফলে তারা নিজেকেও প্রতারিত করে না এবং দেশ ও জাতিকেও ধোঁকা দেয় না। আর তারাই সুপথপ্রাপ্ত।

صلی الله علی سیدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا " الحمد لله رب

العالمین

তথ্যসূত্র

1. জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ - মূল শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (অনুবাদ মাওলানা মুহাম্মাদ ওমর ফারুক)
2. সময় কখনো ফিরে আসে না - শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম (আব্দুল্লাহ ইউসুফ অনূদিত)
3. সময়ের মূল্য বুঝতেন যারা - শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.
4. কালের কণ্ঠ - ই পেপার
5. <https://bn.quora.com/profile/Nakib-Zaman>